আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের পর আমদানি নিয়ন্তণ ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি সম্পূর্ণরুপে বিধ্যস্ত অবস্থায় ছিল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রাহমান স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পন করে তিনি দেশের বিধ্যস্ত আমদানি ও রপ্তানি ব্যবস্থা তথা বৈদেশিক বাণিজ্যের উর গুরুত্বারোপ করে এর উন্নতিকল্পে তিনি মনোযোগ দেন। তার স্বপ্ন ছিল কৃষি ও শিল্প খাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালে আমদানি ও রপ্তানি দপ্তর পুর্নগঠন এবং পণ্য আমদানির লাইসেন্সিং ব্যবস্থা সহজিকরণ করে ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের পূর্ববর্তী সময়ে দেশের আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে বিস্তৃত। Defense of India Rules এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের আমদা;নি ও রপ্তানি বাণিজ্যের উপর প্রথম নিয়ন্ত্রণের সূচনা করে। মূলতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হলে তদানী্নতন বৃটিশ সরকার ভারত প্রতিরক্ষা বিধি জারি করে। এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল সীমিত নৌ-পরিবহনের প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাথে জড়িত এবং অতি প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীকে পরিবহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা। ভারত বিভাগের পর পাকিস্থানে বৈদেশিক মুদ্রার মারাত্মক অভাব দেখা দিলে উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয় এবং এর পরিধি আরও বিস্তৃত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ জারি করা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৫০ সালের আমদানি নিয়ন্ত্রণ আইনের মৌলিক কাঠামো ঠিক রেখে প্রথম সংশোধনী আনেন ১৯৭৪ সালে।

আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই পণ্য আমদানি নিয়ন্তণ সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশাবলী এন্ড বিধি বিধান প্রণীত ও জারী করা হয়ে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের পাশে সামঞ্জস্য রেখে এই সব বিধি বিধানও প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। বর্তমানে সাধারণভাবে আমদানি সংক্রান্ত বিধি ও পদ্ধতি যথা আমদানিকারকগণের শ্রেণি বিন্যাস ও নিবন্ধন, আমদানি খাতে প্রদেয় ফিস এবং আমদানি সংক্রান্ত বিষয়ের আবেদনের নিস্পত্তি উপযুর্ক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রণীত ২’টি আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ ২’টি আদেশ হচ্ছে:

(ক) The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Orders, 1981; এবং
(খ) The Review, Appeal and Revision Order, 1977.

অনুরুপভাবে উপরোক্ত আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রণীত আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ তফসিল, ১৯৮৮ (Import Trade Control Schedule 1988) এর মাধ্যমে ১লা জুলাই ১৯৮৮ হতে হার্মোনাইজড পদ্ধতির অধীনে পণ্যের নতুন শ্রেণি বিন্যাস প্রবর্তিত হয়। এসব সাধারণভাবে প্রযোজ্য বিধি বিধান ছাড়াও উপরোক্ত আইনের ক্ষমতা বলে সরকার প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর আমদানি বাণিজ্য সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান সম্বলিত আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়ন করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই আমদানি নীতিই আমদানি নীতি আদেশ হলো বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের মুখ্য হাতিয়ার। আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক প্রণীত ও আদেশ হিসাবে জারিকৃত আমদানি নীতি আদেশ আইনগতভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের।

বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক আমদানি বাণিজ্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যশস্য, কৃষি উপাদান, শিল্পের মেশিনারী, কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ, জ্বালানী এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদার একটি বৃহৎ অংশ বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমেই মিটানো হয়ে থাকে। জাতীয় বাজেটের অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে আমদানি উদ্ভূত কর ও শুল্ক দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরনের প্রধানতম আয়ের উৎস। দেশের অর্থনীতিতে আমদানি বাণিজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অদূর ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য অর্জন অর্থাৎ রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় হ্রাস করা সরকারের ঘোষিত নীতি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে সীমিত সাফল্য অর্জিত হলেও সংগত কারণেই বিগত বছর সমূহে মোট আমদানি কলেবর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বৃদ্ধি পাবে। তবে এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছর সমূহে আমদানির বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী বছর সমূহে বার্ষিক আমদানির মধ্যে ভোগ্যপণ্য এবং তৈরী দ্রব্যাদির প্রাধান্য ছিল। সাম্প্রতিককালে এই প্রাধান্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ আমদানির হার ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে রপ্তানিমূখী শিল্প এবং আমদানি প্রতিকল্প শিল্পের ওপর প্রদত্ত অগ্রাধিকারের ফলে এইরুপ আমদানির হার ও পরিমাণ যে আরও বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারায় কৌশলগত পরিবর্তন ও বিন্যাস করা হয়েছে। এ সময়কালে যে দৃশ্যমান নীতি পরিবর্তন ঘটে তা হলো মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে উত্তরণ। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতকে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কাজেই বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের শুরু করা অগ্রণী ভুমিকার ফসল বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর ভিত্তি করে বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের লক্ষ্য ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের মর্যদায় প্রতিষ্টা করা।

রূপকল্প (Vision) :

ব্যবসা বাণিজ্য উদারীকরণ, সহজিকরণ এবং সরকারের রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

বর্তমান বিশ্বব্যাপী অনুসৃত মুক্তবাজার অর্থনীতি ও ডব্লিউটিও ফ্রেমওয়ার্কের আলোকে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি-পদ্ধতি সহজীকরনের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারন এবং দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষনসহ শিল্প বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা।

আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের কার্যাবলী

এ দপ্তর ইতোপুর্বে আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্যে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পাল করতো। বিশ্বায়ন ও পরিবর্তিত বিশ্ব বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে পূর্বেকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহুলাংশে শিথিল ও সহজিকরণের মাধ্যমে বর্তমানে সহায় সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ দপ্তর দায়িত্ব পালন করছে। এ দপ্তরের বর্তমান কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

- আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়ন ও প্রকাশনায় বাণিজ্য মন্ত্রণারয়কে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান ও তার বাস্তবায়ন;
- The Importers , Exporters and Indentors (Registration) Orders, 1981এর আওতায় বাণিজ্যিক শিল্প আমদানিকারকদের অনুকূলে আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (IRC), রপ্তানিকারদের অনুকূলে রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ERC) এবং ইন্ডেন্টরদের অনুকূলে ইন্ডেন্টিং সনদপত্র (Indenting registration Cretificate) জারিকরণ, নবায়ন ও বিধি বহির্ভূত কাজের জন্য নিবন্ধন সনদপত্র স্থগিত/বাতিলকরণ;
- নিবন্ধন ও নবায়ন ফিস অআদায় তদারকিকরণ এবং এতদসংক্রান্ত পরিসংখ্যাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত সংসদের প্রশ্নত্তোর তৈরী সংক্রান্ত সকল কাজ;
- আমদানি পারমিট/রপ্তানি পারমিট/ক্লিয়ারেন্স পারিমিট/ফেরতের ভিত্তিতে আমদানি পারমিট / রপ্তানি কাম আমদানি পারমিট সংক্রান্ত সকল কাজ;
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মেলা অনুষ্ঠাণের ক্ষেত্রে পারমিট জারিকরণ সংক্রান্ত সকল কাজ;
- ইম্পোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল সিডিউল (আইটিসি) সংক্রান্ত কমিটির কাজ;
- এইচএস কোড নম্বর , পণ্যের শ্রেনি বিন্যাস অথবা বিবরণ সম্পর্কে বিরোধসহ অন্যান্য বিষয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমদানিকারকদের উদ্ভুত সমস্যা নিস্পত্তিকরণ;
- আমদানি নীতি আদেশের বিধানসমূহ সম্পর্কে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার ব্যাখ্যা প্রদান;
- বিরাজমান অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রচলিত আমদানি নীতি আদেশের ধারা /উপ-ধারার সংস্কার ও পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- আমদানি নীতি আদেশের যে কোন পরিবর্তন, সংযোজন, সংশোধন সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি জারিকরণ এবং আমদানি নীতি আদেশের আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;
- আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং তদনুযায়ী সরকারকে অবহিতকরণ;
- বৈদেশিক সাহায্যপ্যুষ্ট প্রকল্প, বিদেশী ও বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র জারি এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বিদেশী উদ্যোক্তা কর্তৃক ইক্যুয়িটি শেয়ারের বিপরীতে পণ্য আমদানির জন্য পারমিট/ অনুমতিপত্র প্রদান সংক্রান্ত সকল কাজ;
- বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋনপত্রের কপি পরীক্ষকরণ ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, পর্যালোচনা ও সংরক্ষণ;

- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসসমূহে/হাইকমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে ব্যক্তিগত মালামালের জন্য রপ্তানি পারমিট জারিকরণ; এবং
- আমদানি ব্যয় এবং রাজস্ব আয়ের পরিসংখ্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ইত্যাদি।